

কুরআনের প্রভাব

12 March-2025



সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাশ্শিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّنَّ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
 الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ
 الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী
 مَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُفْهُ فَقَدْ شَقِيَ وَمَنْ اَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَصُفْهُ فَقَدْ شَقِيَ
 اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فَلَمْ يَبْرِهْهُ فَقَدْ شَقِيَ وَمَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَ
 অর্থাৎ যে ব্যক্তি রমযান মাসকে পেলো এবং এর রোযা রাখলো না, সে
 ব্যক্তি দূর্ভাগা। যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতা বা কোন একজনকে পেলো
 এবং তাঁদের সাথে সদাচরণ করলো না, সেও দূর্ভাগা এবং যে ব্যক্তির
 নিকট আমার আলোচনা করা হলো আর সে আমার প্রতি দরুদ শরীফ
 পড়লো না, সেও দূর্ভাগা। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৩৪০, হাদীস ৪৭৭৩)

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِيْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু
 ভাল ভাল নিয়ত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:
 “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ☆ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ☆ আদব সহকারে বসবো ☆ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ☆ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো ☆ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। إِنْ شَاءَ اللَّهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কুরআন শরীফের প্রভাব

হযরত জুবায়ের বিন মুতঈম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ সাহাবিয়ে রাসূল ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ (Accept) করেন। মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করতেন, সেখানেই ওফাত লাভ করেন।

(মিরাতুল মানাজীহ, তরজমায়ে আকমাল, হালাতে সাহাবা, ৮/১৩)

তিনি رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা (Incident) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: বদরের যুদ্ধে যে অমুসলিমরা বন্দী হয়েছিল, আমি (মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে) এই বন্দীদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় আসি। যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন মাগরিবের সময় ছিল। প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। তাঁর মুবারক কণ্ঠস্বর মসজিদের বাইরেও শোনা যাচ্ছিল। তিনি صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সূরা ওয়াত-তুর তিলাওয়াত করছিলেন, আমিও কুরআনে করীমের তিলাওয়াত শুনতে লাগলাম (কণ্ঠ মাহবুবে খোদার ছিল, কালাম রাব্বের রহমানের ছিল, ব্যস আর কি ছিল, এমন সুন্দর কণ্ঠ, এমন প্রভাবময় কালাম আমার

হৃদয়ে গেঁথে যেতে লাগলো)। এমন সময় তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই আয়াতসমূহ পড়লেন:

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿١﴾ কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমার রবের শাস্তি অবশ্যসম্ভাবী; সেটা কেউ দূরীভূত করতে পারবে না।
(পারা ২৭, সূরা ওয়াত-তুর: ৭-৮)

এই আয়াত শুনে আমার অন্তর এমন হয়ে গেলো যেন ফেটে যাবে। আমার এমন মনে হচ্ছিল যে, এখান থেকে কদম উঠানোর পূর্বেই আমার উপর আযাব নেমে আসবে। ব্যস আমি আল্লাহ পাকের আযাবের ভয়ে তখনই ইসলাম গ্রহণ করে নিলাম।

(সিরাতুল জিনান, ২৭ পারা, সূরা তুর, ৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৫১৮, ৫১৯)

কুরআনে করীমের কিছু বৈশিষ্ট্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরআনে করীম আল্লাহ পাকের বাণী, এতে এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে: * এই সুন্দর কালাম অন্তরকে নরম করে। * পথহারা মানুষকে হেদায়তের পথ দেখায়। * এতে অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনা রয়েছে। * এটি আল্লাহ পাকের শক্তিশালী রজু। * এটি প্রজ্ঞাময় বাণী। * হাদিসে পাকে রয়েছে: কুরআনে করীমের বরকতে খারাপ আকাঙ্ক্ষা দূর হয়ে যায়। * কুরআনে করীমের বিস্ময় শেষ হয় না। * যে কুরআনে করীম অনুযায়ী কথা বলে, সে সত্যবাদী। * যে কুরআনে করীমের উপর আমল করলো, সে সাওয়াব লাভ করবে। যে কুরআনে করীমের আলোকে বিচার করবে, সে ন্যায়পরায়ণ হবে এবং * যে কুরআনে করীমের দিকে আহ্বান করবে, সে অবশ্যই সঠিক পথে আহ্বানকারী হবে। (তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলুল কুরআন, পৃ. ৬৭৫, হাদিস: ২৯০৬)

কুরআনে করীমের অন্যান্য কিতাবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব

একটি হাদিসে পাকে রয়েছে: যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে উত্তম, ঠিক সেভাবেই আল্লাহ পাকের কালামও অন্যান্য সমস্ত কালামের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। (তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলির কুরআন, পৃ. ৬৭৯, হাদিস: ২৯২৬)

কুরআনে করীম ও অন্যান্য কিতাবের মধ্যে পার্থক্য

একজন অমুসলিম ছিল: নদর বিন হারিস। মক্কায়ে মুকাররমার অধিবাসী ছিল। একবার সে ব্যবসার কাজে শাম দেশে (সিরিয়া) গেল এবং সেখান থেকে গল্পের বই নিয়ে আসল। মক্কায়ে মুকাররমায় এসে লোকজনকে সেই গল্পগুলো (Stories) শোনাতে লাগল এবং এই দূর্ভাগা বলত: মুহাম্মদ ﷺ ও তোমাদের আদ ও সামূদ জাতির কাহিনী শোনায়, কাজেই আমিও তোমাদের রুস্তম, ইসফন্দিয়ার (ইত্যাদি ইরানের রাজাদের) গল্প শোনাবো।

অর্থাৎ এই হতভাগা এই মিথ্যা গল্পগুলোকে কুরআনে করীমের সমকক্ষ বলছিল। তার নিন্দায় পারা ২১, সূরা লুকমানের আয়াত অবতীর্ণ হল।

এবার এখানে দেখুন! * মিথ্যা গল্পের বই, উপন্যাস ইত্যাদি আমাদের এখানেও পড়া হয়, মানুষ প্রবল আগ্রহ নিয়ে এই বইগুলো পড়ে, সূরা লুকমানের শুরুর আয়াতে নদর বিন হারিসের ঐ সকল গল্পের বই এবং কুরআনে করীমের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেলো। নদর বিন হারিসের নিন্দায় আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং কিছু

يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ
يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ

(পারা ২১, সূরা লুকমান: ৬)

লোক খেলাধুলার কথাবার্তা দ্রুত করে
যেন আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে
দেয় না বুঝে এবং সেটাকে ঠাট্টা-
বিদ্রপরূপে গ্রহণ করে নেয়।

অর্থাৎ নদর বিন হারিস যে গল্পের বই বহন করত, তাতে অনেক
ক্ষতি ছিল: (১) প্রথম ক্ষতি তো ছিল যে, এগুলো অর্থহীন গল্প ও কাহিনী।
(২) দ্বিতীয় ক্ষতি ছিল যে, এগুলোর পাঠকারী ও শ্রবণকারীরা আল্লাহ
পাকের পথ থেকে, নেকীর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

এবার এর তুলনায় কুরআনে করীমের শান কী? আল্লাহ
পাক ইরশাদ করেন:

الْم ۖ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۚ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۚ

(পারা ২১, সূরা লুকমান: ১-৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আলিফ-
লাম-মীম। এ গুলো বাস্তবজ্ঞানে পরিপূর্ণ
কিতাবের আয়াত, পথ নির্দেশনা ও দয়া
সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।

এই হলো কুরআনে করীমের তিনটি শান:

(১) কুরআনে করীম হিকমতের কিতাব

প্রথম শান হলো যে, কুরআনে করীম হিকমতের কিতাব। * গল্প,
* উপন্যাস, * মিথ্যা কাহিনী এবং অপ্রয়োজনীয় গল্প পড়ার কারণে মানুষ
মানসিক রোগী (Psychological Patient) হয়ে যায়, কিন্তু কুরআনে
করীমের শান হলো যে, * এটি পাঠ করলে * এর তিলাওয়াত করলে জ্ঞান
ও প্রজ্ঞা অর্জিত হয়।

আজীবনের জন্য অনন্য উপদেশ

হযরত যাবেদ ইবনে আসলাম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হলো। প্রিয় নবী, সাইয়্যিদুল আশ্বিয়া رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এক সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: এই (নতুন আগন্তুককে) কুরআন শেখাও! ওই সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ঐ ব্যক্তিকে সূরা যিলযাল শেখানো শুরু করলেন। যখন তিনি সূরা যিলযালের সপ্তম আয়াত শেখালেন, তখন সেই ব্যক্তি বলল: ব্যস! আমার জন্য যথেষ্ট। সেই সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে আরয় করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ! সে এখন ৭টি আয়াতই শিখেছে আর বলছে: আমার জন্য যথেষ্ট! প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মোস্তফা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন: তাকে ছেড়ে দাও! সে ফাকাহাত (অর্থাৎ ধর্মীয় উপলব্ধি) পেয়ে গেছে। (তাকসীরে দুৱরে মানসুর, পারা ৩০, সূরা যিলযাল, ৮/৫৯৬)

(২-৩) কুরআন রহমতের কিতাব এবং হেদায়তের কিতাব

سُبْحَنَ اللَّهُ! এই হলো কুরআনের শান! প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সূরা লুকমানের আয়াতে কুরআনে করীমের (২) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এটাই বলা হয়েছে যে, কুরআনে করীম রহমতের কিতাব। গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় গুনাহভরা বই পড়লে নেকি অর্জিত হয় না, মানুষের উপর রহমত অবতীর্ণ হয় না। কিন্তু কুরআনে করীম হলো সেই মহান কিতাব, যার একটি অক্ষরে ১০টি করে নেকি লাভ হয়। যখন মুসলমান কুরআন পাঠ করে, তখন আল্লাহ পাকের রহমত অবিরাম বর্ষিত হয় এবং (৩) এই পবিত্র কালামের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআনে করীম হেদায়তের কিতাব। এটি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে, যে মানুষ * গল্প

* উপন্যাস * এবং মিথ্যা কাহিনী পড়াতে অভ্যস্ত, সে মানসিক রোগী হয়ে যায়। * সে কল্পনার জগতে বসবাস করতে থাকে * সমাজে (Society) নিজের ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে না। * তার স্বভাব খিটখিটে হয়ে যায় এবং সেই তুলনায় সেই মানুষ যে কুরআনে করীমের তিলাওয়াতে অভ্যস্ত হয়, অর্থ না বুঝেও কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করে তার অন্তর কোমল হয়ে যায় * অন্তরে নেকির প্রতি আগ্রহ জন্মে * তার চরিত্রে (Character) ইতিবাচক পরিবর্তন (Positive Change) আসে। * তার যাহির ও বাতিনের পবিত্রতা নসীব হয়ে যায় * এবং সে সমাজের একজন অনন্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে। আর যদি কুরআনে করীম বুঝে পড়ে, তবে তো বাহ...! سُبْحَنَ اللَّهِ! এমন সৌভাগ্যবানদের তো শানই অনন্য।

গুনাহ্‌গার তাওবার তৌফিক পেয়ে গেল

হযরত আবু হাশিম رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি বসরায় যাওয়ার জন্য একটি নৌকায় উঠলাম। নৌকায় এক ব্যক্তি ছিল, যার সঙ্গে তার এক দাসীও ছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর, সেই ব্যক্তি তার দাসীকে বলল: শরাব (মদ) নিয়ে আসো! সে মদ আনল, লোকটি পান করতে লাগল। এরপর দাসী গান গাইতে শুরু করল। অতঃপর লোকটি আমার দিকে তাকালো এবং বলল: তোমার নিকট কি এর (গানের) চেয়ে ভালো কিছু আছে? আমি বললাম: হ্যাঁ! আমার নিকট এর চেয়েও অনেক উত্তম কিছু রয়েছে। লোকটি বলল: শুনাও! আমি এই আয়াত তিলাওয়াত করলাম:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَإِذَا النُّجُومُ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন

اٰتٰىكَدَّرْتَ ۙ وَاِذَا الْحَبَابُ سِيَّرْتَ ۙ

(পারা ৩০, সূরা তাক্বীর: ১-৩)

সূর্যরশ্মিকে লুপ্ত করা হবে এবং যখন তারকাপুঞ্জ বারে পড়বে আর যখন পাহাড় পর্বতকে চলমান করা হবে।

এই আয়াত শুনে লোকটি কাঁদতে লাগল, যখন আমি আল্লাহ পাকের এই বাণীতে পৌঁছলাম:

وَاِذَا الصُّحُفُ تُنْشَرْتُ ۙ

(পারা ৩০, সূরা তাক্বীর: ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন আমলনামা খোলা হবে।

তখন লোকটি বলতে লাগল: হে দাসী! আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম, এই মদ ফেলে দাও! অতঃপর সে আমাকে কাছে ডেকে বলতে লাগল: আমার ভাই! তুমি কী বলো? আল্লাহ পাক কি আমার তাওবা কবুল করবেন? আমি উত্তরে এই আয়াত পাঠ করলাম:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ

التَّطَهِّرِيْنَ ۙ

(পারা ২, সূরা বাকার: ২২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন অধিক তাওবাকারীদেরকে এবং পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে।

(এটা শুনে সে তাওবা করে নিল।) (দুররাতুন নাসেহীন, পৃ. ২০৬) **سُبْحَنَ اللّٰهِ!** এটাই হলো কুরআনে করীমের প্রভাব...!! এই কিতাব হেদায়াতের কিতাব, যেই সৌভাগ্যবান এটি পড়ে, এটি সত্য অন্তরে বুঝার চেষ্টা করে, তার জন্য হেদায়াতের দরজা খুলে যায়।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلَی مُحَمَّد

কুরআনে করীমের বিভিন্ন প্রভাব

মোটকথা এটি আল্লাহ পাকের বাণী, তাই এর একটিমাত্র প্রভাব নয়, বরং এটি বিভিন্নভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। কুরআনে করীমের অনেক নাম রয়েছে এবং প্রতিটি নামের কোনো না কোনো বিশেষ প্রভাবের দিক নির্দেশ করে। যেমন; * কুরআনে করীমের একটি নাম হিকমত, অর্থাৎ এটি এমন এক কিতাব, যা পাঠ করলে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অর্জিত হয়। * কুরআনে করীমের একটি নাম সিরাতুল মুস্তাকিম, অর্থাৎ এটি এমন এক কিতাব, যা পথভ্রষ্টদের সঠিক পথের যাত্রী করে তোলে। * কুরআনে করীমের একটি নাম নূর, অর্থাৎ এটি এমন এক মহান কিতাব, যা নূর বিতরণ করে এবং হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়।

ঘর প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করত

একজন সাহাবিয়ে রাসূল ছিলেন: হযরত সাবিত বিন কায়েস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ। রাতের বেলা তাঁর ঘর এমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকত, যেন প্রদীপ জ্বলছে! (স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়ে বিদ্যুৎ বা আলোর ব্যবস্থা ছিল না, ফলে রাতের বেলা অন্ধকার থাকত। কিন্তু হযরত সাবিত বিন কায়েস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর ঘর রাতেও উজ্জ্বল থাকত।) লোকেরা এই ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উল্লেখ করল, তখন তিনি صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সাবিত বিন কায়েস নিশ্চয়ই রাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করে। হযরত সাবিত বিন কায়েস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলো, তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ! আমি প্রতি রাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করি।

(ফাযায়িলুল কুরআন লিল মুত্তাগফিরী, পৃ. ২০০, হাদিস ৭০৮)

سُبْحَنَ اللَّهِ! এখান থেকে বোঝা যায়, কুরআনে করীম হলো নূর। এটি পাঠ করলে, এর তিলাওয়াত করলে হৃদয় আলোকিত হয় এবং আল্লাহ পাক চাইলে বাহ্যিকভাবেও নূর নসীব হয়ে যায়।

কুরআনে করীম হৃদয়ের রোগ দূর করে

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّبَنَاتِنَا فِي الصُّدُورِ
(পারা ১১, সূরা ইউনুস: ৫৭)

কানযুল ইমানের অনুবাদ: হে মানবকুল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে ও অন্তরগুলোর বিশুদ্ধতা।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কুরআন, হাকিমুল উস্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমি رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: কুরআনে করীম বান্দার আত্মিক পরিচর্যার মাধ্যম। এটি হৃদয়ের যাবতীয় রোগ যেমন: * অজ্ঞতা * সন্দেহ * শিরক * নিফাক * মন্দ আকিদা * মন্দ চরিত্র * হিংসা * বিদ্বেষ * লোভ * দুনিয়ার লালসা * শত্রুতা ইত্যাদি কুরআনে করীমে এই সবকিছুর সংশোধনকারী।

(তাকসীরে নঈমী, পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৫৭নং আয়াতের পাদটিকা, ১১/৩৬৭, ৩৬৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

কুরআনে করীম হলো শিফা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরআনে করীম যেভাবে রুহানী রোগের জন্য শিফাস্বরূপ, তেমনিই বাহ্যিক রোগের জন্যও অনন্য শিফাস্বরূপ (Treatment)। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ
رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(পারা ২১, সূরা লুকমান: ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি কুরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি ঐ বস্তু, যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا বলেন: কুরআন মাজীদ সকল রোগ থেকে মুক্তির মাধ্যম। (আল হাদীকাতুন নাদিয়া, ১/১৫৬)

অনন্য ঔষধ কুরআনে করীম

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ অর্থাৎ অনন্য ঔষধ হলো কুরআনে করীম।
(ইবনে মাজাহ, পৃ. ৫৬৭, হাদিস ৩৫০১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দম করতেন

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ প্রিয় নবী, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এরও অভ্যাসের মধ্যে ছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَهُمُ اللَّهُ السَّلَام এবং প্রায় সাড়ে ১৪শ বছর ধরে উম্মতের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কাজের অন্তর্ভুক্ত যে, কুরআনি আয়াত পাঠ করে দ্বারা দম করা, যার ফলে আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করেন। মুসলমানদের আশ্রয় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পরিবারের কেউ যখন অসুস্থ হতো, তখন তিনি صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তার ওপর দম করতেন।

(মুসলিম, কিতাবুস সালাম, পৃ. ৮৬৬, হাদিস ২১৯২)

সাহাবিয়ে রাসূল দম করলেন

* একবার এক সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বিষাক্ত বিছুর কামড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে দম করেছেন, আল্লাহ পাক তাকে আরোগ্য দান করেন। (বুখারি, কিতাবুত তিব, পৃ. ১৪৫০, হাদিস ৫৭৩৬) * একজন সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর সম্প্রদায়ে এক পাগল ব্যক্তি ছিল, যাকে লোকেরা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতো, সাহাবিয়ে রাসূল رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তিনদিন সকাল ও বিকাল ৩বার করে সূরা ফাতিহা পড়ে দম করেন। আল্লাহ পাক তাকে পাগলামী থেকে আরোগ্য দান করলেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুত তিব, পৃ. ৬১৩, হাদিস ৩৬৯৬, ৩৬৯৭)

ফারুকে আযম তাব্বিয দিলেন

কায়সারে রোম (রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট) মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর কাছে চিঠি লিখল যে, আমার দীর্ঘদিনের মাথাব্যথার রোগ রয়েছে, যদি আপনার কাছে কোনো চিকিৎসা থাকে, তবে পাঠিয়ে দিন! হযরত উমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তাকে একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন। রোম সম্রাট যখন ঐ টুপিটি মাথায় পরতো, তখন তার মাথাব্যথা দূর হয়ে যেত এবং মাথা থেকে নামিয়ে নিত তখন আবারো ব্যথা ফিরে আসত, সে খুবেই হতবাক হলো, শেষ পর্যন্ত সে টুপিটি খুলে দেখলো তখন এতে একটি কাগজ পেলো, যাতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লেখা ছিল। (ভাফসীয়ে কবীর, ১/১৫৫)

নেককার লোকেরাও দম করতেন

ইমাম শাফেয়ী رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ এর কাছে এক ব্যক্তি তাঁর চোখের অসুখের অভিযোগ (Complaint) করলো। তখন তিনি তাকে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ সহকারে সূরা কা'ফ এর আয়াত নম্বর ২২:

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

এবং সূরা হা-মিম সাজদার আয়াত নম্বর ৪৪:

لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

লিখে দিয়ে দিলেন, যার বরকত দ্বারা তার এই অসুখ দূর হয়ে গেল। (আল বুরহান লিল যরকাশী, ১ম অধ্যায়, ১/২৮৫)

তাবিয়ে বরকত রয়েছে

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেল যে, তাবিয় পরা এবং এর উপকারীতা লাভ করা সম্পূর্ণরূপে জায়িয়া। কিছু বর্ণনা রয়েছে যেখানে তামায়িম বাঁধতে নিষেধ করা হয়েছে। কিছু মানুষ এগুলি পড়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আসলে তামায়িম ও তাবিয় দু'টি আলাদা বিষয়। জাহেলী যুগে অমুসলিমরা তাদের মিথ্যা উপাস্যের নাম এবং শিরিকের শব্দ ইত্যাদি লিখে গলায় পরতো এবং বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতো। এগুলোকেই তামায়িম বলা হতো। আর তাবিয় হলো যা কুরআনী আয়াত, আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম এবং তাঁর গুণাবলী ও দোয়া ইত্যাদি দিয়ে লেখা হয়। (লামআতুত তানফিহ, কিতাবুল লিবাসম ৭/৩৯০, ৪৩৯৭নং হাদিসের পাদটিকা) সুতরাং তামায়িম বাঁধা বা কোনভাবে ব্যবহার করা কখনোই সঠিক নয়, আর তাবিয় ব্যবহার করা শুধু জায়িয় নয় বরং এটি মুস্তাহাব (অর্থাৎ পছন্দনীয়) এবং বরকতময়ও।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৭৫, ৪৫৫৪নং হাদিসের পাদটিকা)

কুরআনে করীমের বিভিন্ন সূরার প্রভাব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কুরআনে করীম যেখান থেকেই পড়া হোক, তাতে বরকতই বরকত রয়েছে। তবে ওলামায়ে কিরাম হাদিসের আলোকে

এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কুরআনী সূরাগুলোর আলাদা আলাদা প্রভাবও বর্ণনা করেছেন, আসুন! শুনি: * সূরা ফাতিহা ১০০ বার পড়ে যে দোয়া করা হবে, তা কবুল হয়। * সূরা বাকারা তিলাওয়াত করলে শয়তান ঘর থেকে পালিয়ে যায়। * আয়াতুল কুরসী পড়লে দরিদ্রতা দূর হয়। * সূরা কাহফ নিয়মিত পড়লে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। * পিতামাতার কবরে প্রতি শুক্রবার সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করলে, এর হরফের সংখ্যা সমান পাঠকারীর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। * সূরা দুখান পড়লে সমস্যা দূর হয়। * যে ব্যক্তি মৃত্যুপথ যাত্রী তার উপর সূরা জাশিয়া পাঠ করে দম করা হলে ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব হবে। * সূরা হুজরাত পড়া এবং তা দম করে পান করা ঘরে কল্যাণ ও বরকতের জন্য উপকারী। * সূরা কা'ফ পড়লে বাগানে ফলের ভরপুরতা হয়। * সূরা আর রহমান ১১ বার পড়লে সব উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। * সূরা ওয়াকিয়া যে ব্যক্তি নিয়মিত পড়বে, সে কখনো অভাবগ্রস্ত হবে না। * সূরা মুলক প্রতিদিন রাতে তিলাওয়াতকারী কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। * সূরা মুযযাম্মিল ১১ বার পড়লে সব কষ্ট সহজ হয়ে যায়। * সূরা মুদ্দাস্সির পড়ে কুরআন হেফযের দোয়া করলে কুরআনে করীম মনে রাখা সহজ হয়ে যাবে। * রোগীর পাশে সূরা মুজাদালা পড়লে ব্যথায় আরাম পাওয়া হয়। (আদ দুররুল নাযিম, পৃ. ১০২) * সূরা লাইল পড়ে মৃগী (*Epilepsy*) রোগীর কানে দম করা হলে উপকার হয়। (আদ দুররুল নাযিম, পৃ. ১০৬) * সূরা রহমান লিখে পান করলে প্লীহা (*Spleen*) রোগে উপকার হয়। (আদ দুররুল নাযিম, পৃ. ১০২) * সূরা নাযিয়াত পড়ার বরকতে মৃত্যু যন্ত্রণা হয় না। * সূরা দোহা পড়লে পালিয়ে যাওয়া লোক ফিরে আসবে। * সূরা আলাম নাশরাহ যে সম্পত্তির উপর পাঠ করা হবে, তাতে প্রচুর বরকত হবে। * সূরা ত্বীন তিনবার পড়লে

চরিত্র ভালো হয়। * সূরা আলাকের মধ্যে জোড়ার ব্যথার চিকিৎসা রয়েছে। * সূরা কদর যে সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে, আল্লাহ পাক তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। * সূরা বাইয়েনাহ হলো কুষ্ঠ এবং হেপাটাইটিসের চিকিৎসা। * যে ব্যক্তি বা প্রাণীর উপর নযর লেগে গেছে, তার উপর সূরা আদিয়াত পড়ে দম করলে উপকার হয়। * সূরা আল-কারিয়াহ পড়লে বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। * সূরা তাকাসুর ৩০০ বার পড়লে খুব দ্রুত ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। * সূরা আসর পড়লে দুঃখ দূর হয়। * সূরা হুমাযাহ এবং সূরা ফীল শত্রুর ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং সূরা কুরাইশ জীবনের নিরাপত্তার জন্য উপকারী। * সূরা মাউন কঠিন সময়ে পড়া খুব উপকারী। * সূরা কাওসার পড়লে সন্তানহীন ব্যক্তির সন্তান লাভ হয়। * সূরা কাফিরুন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। * সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান, এর অসংখ্য ফযিলত রয়েছে। * সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়লে জিন, শয়তান এবং হিংসুকদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (জাম্বাজী যেওর, পৃ. ৫৮৭-৬০৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

তिलाওয়াतेर अभ्यास गडे तुलून!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রমযানুল মুবারকের বরকতময় মাস চলছে, এই মাসে নেকির সাওয়াব ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়, এই মাসে কুরআনে করীম তিলাওয়াতে করলে অগণিত সাওয়াব পাওয়া যায়। সাধারণ দিনগুলিতে কুরআনে করীমের এক হরফ পড়লে ১০টি নেকি পাওয়া যায় আর রমযানুল মুবারকে এর সাওয়াব বেড়ে যায়। আহ! কুরআনে করীমের তিলাওয়াতকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন, বর্ণনা অনুযায়ী * কুরআন

তिलाওয়াত উত্তম ইবাদত। (কানযুল ইমান, কিতাবুল আযকার, ১ম অধ্যায়, ১/২৫৭, হাদিস ২২৬১)

* কুরআনের একটি হরফ পড়লে ১০ টি নেকি পাওয়া যায়। (তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলে কুরআন, পৃ. ৬৭৬, হাদিস ২৯১০) * কুরআনে করীম পড়লে রহমত অবতীর্ণ হয়, ফেরেশতারা ডানা দ্বারা ছায়া প্রদান করেন এবং শান্তি অবতীর্ণ হয়। (মুসলিম, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, পৃ. ১০৩৯, হাদিস ২৬৯৯) * যে ব্যক্তি সকাল বেলা কুরআন খতম করবে, তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং যে সন্ধ্যায় খতম করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৩১৬) * কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফা'আত করবে। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত, পৃ. ২৯০, হাদিস ৮০৪) * কুরআন পাঠক কুরআনে করীম পাঠ করা অবস্থায় জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, পৃ. ২৪১, হাদিস ১৪৬৪)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কুরআনে করীমের সত্যিকার ভালোবাসা নসীব করুক এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ইতিকাফের কিছু ফযিলত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! **الْحَمْدُ لِلَّهِ** রমযানুল মুবারক মাস চলছে, এই মাসে একটি বিশেষ ইবাদত হলো ইতিকাফ। ইতিকাফ গুনাহ থেকে বাঁচার এবং রমযান মাস নেকিতে অতিবাহিত করার অন্যতম মাধ্যম। আপনারাও পুরো রমযান মাস অথবা অন্তত শেষ দশদিনে করুন! * আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সম্ভৃষ্টির জন্য এক দিন ইতিকাফ করবে, আল্লাহ পাক তার এবং জাহান্নামের মাঝে তিনটি খন্দক প্রতিবন্ধক করে দিবেন, প্রতিটি খন্দকের

দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি। (শুয়াবুল ইমান, ৩/৪২৫, হাদিস ৩৯৬৫)

* মুসলমানদের আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যিবা, তাহিরা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত: **مَنْ اغْتَسَفَ إِيَّانَا وَاجْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়তে ইতিকাফ করলো, তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (জামেয়ে সগির, পৃ. ৫১৬, হাদিস ৮৪৮০) *

একটি হাদিসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: যে ব্যক্তি রমযানুল মুবারকে ১০ দিন ইতিকাফ করে নিলো, সে এমন যেন ২টি হজ্জ এবং ২টি উমরা করলো। (জামেয়ে সগির, পৃ. ৫১৬, হাদিস ৮৪৭৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অনুদান সংগ্রহের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! **الْحَمْدُ لِلَّهِ** দাওয়াতে ইসলামী সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী আশিকানে রাসূলের দ্বিনি সংগঠন। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে * দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগে (Departments) দ্বিনি খেদমত প্রদান করছে * দাওয়াতে ইসলামী এই পর্যন্ত হাজার হাজার মসজিদ, অসংখ্য ফয়যানে মদীনা (মাদানী মারকায) বানিয়েছে * ছেলে ও মেয়ে (Boys & Girls) দের আলাদাভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ১২ হাজার ৬৯৯টি মাদরাসাতুল মদীনা স্থাপন করেছে, যেখানে প্রায় ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭২৯জন ছেলে-মেয়েকে কুরআন করীম হিফয ও নাযারার ফ্রি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে (বিঃদ্রঃ- এই রিপোর্টে মাদরাসাতুল মদীনা শর্ট টাইম বয়েজ, গার্লসও অন্তর্ভুক্ত) * আলিম ও আলিমা কোর্সের জন্য আলাদা আলাদা জামিয়াতুল মদীনা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এখন পর্যন্ত ১,৫০০টি জামিয়াতুল

মদীনা (Boys & Girls) স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দরসে নিজামী (আলিম ও আলিমা কোর্স) ফ্রি করানো হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৩১ হাজার ২১১জন আলিম ও আলিমা কোর্স সম্পন্ন করেছে। * শরয়ী নির্দেশনার জন্য মুর্শিদের দেশে ১৭টি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মুফতিয়ানে কিরাম উম্মতের শরয়ী নির্দেশনা দিতে সদা ব্যস্ত রয়েছে, এতে বাৎসরিক গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার প্রশ্নের বিভিন্নভাবে (যেমন; সরাসরি, ফোনের মাধ্যমে, ওয়াটসআপ, ই-মেইল ইত্যাদি) উত্তর দেওয়া হয়। এবং * আল মদীনাতুল ইলমিয়া (Islamic Research Canter) এর বিভিন্ন বিষয়ে ৯৩২টি দ্বীনি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে * **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী চ্যানেল বর্তমানে ৩টি ভাষা উর্দু, ইংরেজি ও বাংলায় স্যাটেলাইটে সম্প্রচারিত হচ্ছে। ওয়েব চ্যানেলে আরবী চ্যানেলও রয়েছে। বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ভাষায় (Local Language) শর্ট ক্লিপ ডাবিং (Dubbing) করে চলানো হয়। শিশুদের জন্য কিডস মাদানী চ্যানেলে (Kids Madani Channel) এর মাধ্যমে দ্বীনি প্রশিক্ষণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আপনিও দ্বীনের খেদমতের এই কাজে অংশগ্রহণ করুন! আপনার দান দাওয়াতে ইসলামীকে দিন, আপনার চাঁদা যেকোন জায়গায়, দ্বীনি, সংশোধনমূলক, সামাজিক, রুহানী ও কল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

সালাম দেয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **وَامَتْ بِرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ** এর পুস্তিকা “১০১ মাদানী ফুল” থেকে সালাম দেয়ার সুন্নাত ও আদব শুনি: ❀ মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করার সময় তাকে সালাম দেয়া সুন্নাত। ❀ মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বাহারে শরীয়ত খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ৪৫৯ লিখা রয়েছে যার সারাংশ হলো: সালাম দেয়ার সময় অন্তরে এই নিয়ত রাখা যে, যাকে সালাম দিচ্ছি তার মাল ও সম্মান সবকিছু আমার হেফাযতে আর আমি সেগুলোর মধ্যে হতে কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করি। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৫৯, অংশ: ১৬) ❀ দিনে যতবারই সাক্ষাত হোক না কেনো, এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে বার বার আসা যাওয়া করার সময় উপস্থিত থাকা মুসলমানদের সালাম দেয়া সাওয়াবের কাজ। ❀ আগে সালাম দেয়া সুন্নাত। ❀ আগে সালাম প্রদানকারী আল্লাহ পাকের প্রিয়। ❀ আগে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত, যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর বাণী: আগে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত। (শুয়াবুল ইমান, ৬/৪৩৩, হাদীস: ৮৭৮৬) ❀ সালাম (আগে) প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত আর উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত নাযিল হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১/৩৯৩) ❀ **السَّلَامُ عَلَيْهِمُ** বলার দ্বারা ১০টি সাওয়াব পাওয়া যায়। সাথে **وَرَحْمَةُ اللهِ** ও বলে তো ২০টি নেকী হয়ে যাবে আর **وَبَرَكَاتُهُ**, যুক্ত করে তো ৩০টি নেকী হয়ে যাবে। ❀ অনেক লোক সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম ও দোযখ হারাম শব্দ গুলো বৃদ্ধি করে থাকে এটি ভুল পদ্ধতি এমনটি দুষ্টামিরচলে **مَعَاذَ اللهِ** এটাও বলে দেয় যে: আপনার সন্তান আমার গোলাম। ❀ সালামের

উত্তর তৎক্ষণাৎ আর এতটুকু আওয়াজে দেয়া ওয়াজিব যেনো সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়।

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাহ শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু’টি কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “সুন্নাহ ও আদব”, আমীরে আহলে সুন্নাহ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর লিখিত পুস্তিকা “১০১ মাদানী ফুল” ও “১৬৩ মাদানী ফুল” হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ